পড়ে থাকা পাঠ্যবই

উল্লাপাড়া শিক্ষা বিভাগের দফতরের মেঝেতে স্তূপাকারে পড়ে থাকা বিপুল সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত একটি সচিত্র খবর বেরিয়েছে পত্রিকান্তরে। তাতে বলা হয়েছে, পাঠ্যবইয়ের অভাবে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে উল্লাপাড়া উপজেলা শিক্ষা বিভাগের দফতরে স্তূপাকারে বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই বিনষ্ট হচ্ছে। বইগুলি বিনামূল্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

যে কোনো কারণেই হোক না কেন, পাঠ্যবই না পাওয়া গেলে, বিনামূল্যে হোক আর মূল্য দিয়েই হোক, শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাঠ্যবই সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে, শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যবই অবশ্যই অত্যাবশ্যক, পাঠ্যবই পাওয়া না গেলে কিংবা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে শিক্ষকরা পড়াবেনই বা কি আর শিক্ষার্থীরা পড়বেই বা কি? আমাদের দেশে নানা কারণেই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হয়, প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই না পাওয়া, সংগ্রহ করতে না পারা তার একটা বড় কারণ। পাঠ্যবইয়ের যদি অভাব না ঘটে, তা হলে অন্য যত অসুবিধাই হোক না কেন, গৃহে, খোলা আকাশের নীচে, কিংবা গাছতলায় বসেও শিক্ষা দেয়া ও নেয়া যায়।

সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার ব্যাপারটা অবশ্যই পাঠ্যবই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যায়তন ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপরই নির্ভর করে, কিন্তু শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণের জন্য পাঠ্যবই অবশ্যই চাই। কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিক্ষা দেয়া ও নেয়া ব্যাহত হওয়ার ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়েই ঘটে। পাঠ্যবই পাওয়া যায় না বলে যেমন, দাম দিয়ে কেনা সম্ভব হয় না বলেও তেমনি সমস্যা দেখা দেয়, শিক্ষাদান ও গ্রহণ ব্যাহত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীই গরীব। শিক্ষার অন্যান্য খরচ বহন তো দূরের কথা, পাঠ্যবই কেনার সঙ্গতিও খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকের আছে। উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহনের কথা তো তারা ভাবতেই পারে না। আমাদের দেশে যে শিক্ষিত ও সাক্ষরের হার খুব কম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাও যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি ছাড়াও অর্থনৈতিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতাও তার একটা বড় কারণ।

অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে, পাঠ্যবই সংগ্রহ করাটা যাতে বড় সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায়, সবাই যাতে পাঠ্যবই পেতে পারে, এ জন্যেই সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়েই পত্রপত্রিকায় এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং হয় যে সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে বিতরণের অনেক বই-ই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায় না, এবং অন্য পক্ষে বিপুল সংখ্যক বই সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা দফতরের মেঝেতে কিংবা গুদামে স্তূপাকারে পড়ে থেকে নষ্ট হয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত আলোচ্য খবরেই বলা হয়েছে, বৎসর শেষ হতে চললেও চৌহালী উপজেলায় সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে গণিত বই আজও ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায়নি। এছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় পাঠ্যবইয়ের অভাবে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া পাঠ্যবই ঠিক মতো বিতরণ না করা, শিক্ষার্থীদের হাতে না পৌঁছা এবং বইয়ের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত হওয়া শুধু সিরাজগঞ্জ জেলার কিংবা সেখানকার বিভিন্ন উপজেলার অনেক অঞ্চলের একক কোনো সমস্যা এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, দেশের অন্যান্য অনেক এলাকায়ও একই ব্যাপার ঘটছে; বিনামূল্যের পাঠ্যবই সময় মতো বিতরণ না করার দরুন, শিক্ষার্থীদের হাতে না পৌঁছানোর কারণে, শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

বিনামূল্যের বই বিতরণ না করার, অফিসে বা গুদামে স্তূপাকারে পড়ে থাকার প্রকৃত কারণ কি, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার শিক্ষা বিভাগের দফতরে স্তূপাকারে পাঠ্যবই পড়ে থাকার কারণ সম্পর্কে আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে, দফতরের প্রধান সহকারী জানিয়েছেন যে গত বছরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের পর এই বইগুলি বেঁচে গেছে। অপর একটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে নাকি জানা গেছে যে এই উপজেলায় বিভিন্ন স্কুলে ভূয়া ছাত্রের তালিকা প্রস্তুত করে বিনামূল্যে বই প্রদানের জন্য পাঠানো হয়। তালিকা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী না পেয়ে বইগুলি আর গায়েব করা সম্ভব হয়নি।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত উপরোক্ত বিবরণ থেকে বই স্তূপাকারে পড়ে থাকার কারণ বেশ রহস্যময় বলেই মনে হয়। তবে প্রকৃত কারণ কি, তা যথাযথভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে এবং সেটা জানা বাঞ্ছনীও বটে। সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে, এটাই প্রত্যাশিত। তবে যে কারণেই এসব পাঠ্যবই উদ্বৃত্ত থাকুক না কেন, তা কিছুতেই স্তূপাকারে পড়ে থেকে নষ্ট হতে দেয়া চলে না। একদিকে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত হবে, শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে শিক্ষা থেকে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই পড়ে থেকে নষ্ট হবে, এটা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়ার এবং নেয়ার মতো শিক্ষার্থী যদি না থেকে থাকে, গত বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের পর যদি এই বিপুলসংখ্যক বই উদ্বৃত্ত থেকে থাকে, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিতরণের জন্যে বই নেয়ার আগে কি জরীপ করে দেখা হয়নি যে এই উপজেলার জন্যে কত বই লাগতে পারে, সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বা কত? বিনামূল্যের বই তো বিতরণের জন্যে, কোনো কারণেই স্তূপাকারে ফেলে রেখে নষ্ট করার জন্য নয়। বইগুলি যদি পাঠ্যবইয়ের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে না থাকে, আগামী বছরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো এগুলি আরও যত্নের সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হওয়া দরকার, তা-সে উপজেলা শিক্ষা দফতরে হোক, কিংবা টেক্সট বুক বোর্ডের গুদামেই হোক।

সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে, অযত্নে-অবহেলায় আমাদের দেশে অনেক মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই নষ্ট হয়ে যায়, পাঠ্যবইও উই আর ইঁদুরের খাদ্য হয়। গুদাম এবং অন্যান্য ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট অনেকের দায়িত্বহীনতা এবং অযত্ন-অবহেলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এমন বিনষ্টির কারণ ঘটে। 'সরকারী মাল দরিয়মে ঢাল' কিংবা 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—এ ধরনের মনোভাব যে এখনও আমাদের মধ্যে বিশেষভাবেই বর্তমান, তা অস্বীকার করা চলে না। আলোচ্য পাঠ্যবইগুলি বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে হলেও, একথা ভুললে চলবে না যে এসব বইয়ের পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, এবং এই ব্যয় বহন করতে হয়েছে সরকার তথা জনগণকেই।

পাঠ্য বইয়ের বিনষ্টি ও অর্থের অপচয় রোধ করার জন্যেই দরকার এমন ব্যবস্থা নেয়া যাতে বইপত্র পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার মতো ব্যাপার না ঘটে, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল হয়। যাদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে প্রকাশিত এইসব বিনা মূল্যের পাঠ্যবই, তারাই যদি বই না পায় এরচেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর হতে পারে না। বিনামূল্যে বই দেয়া যেমন দরকার, তেমনি এটাও সর্বতোভাবে নিশ্চিত করা দরকার যাতে বইপত্র যথাসময়ে প্রকৃত শিক্ষার্থীদের হাতেই পৌঁছে।

উদ্বৃত্ত ও অপ্রয়োজনীয় বই অফিসে কিংবা গুদামে ফেলে রেখে নষ্ট হতে দেয়ার চেয়ে, ওজনদরে হলেও বিক্রি করে দেয়াই হবে যথার্থ। কেননা, এতে অন্তত ব্যয়িত অর্থের কিছুটা হলেও উঠে আসবে। উল্লাপাড়া উপজেলা দফতরে যে বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই পড়ে আছে, সেগুলি প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয়, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভালো জানেন। আমরা আশা করবো, প্রয়োজনমাফিক এবং উপযোগিতা বিচার করেই ব্যবস্থা নেয়া হবে, পাঠ্যপুস্তকের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের জন্য নেয়া হবে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা। আর এটা দেশের সবখানের—সব পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিনামূল্যের বই বলে, এসব পাঠ্যবইকে যেন একেবারে মূল্যহীন মনে না করা হয়।

—নাগরিক